

জেনে নিন

ভারতে শিশুদের সুরক্ষার জন্য সাংবিধানিক,
আইনি এবং সরকারি ব্যবস্থা
এবং একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা



সোসাইটি ফর পিপলস অ্যাওয়ারনেস

ভারতে শিশু সুরক্ষার হাল হকিকত

- ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০২২ থেকে ২০২৩ এই এক বছরের মধ্যে শিশুদের বিরুদ্ধে রিপোর্টেড অপরাধের পরিমাণ ৯ শতাংশ বেড়ে গেছে। এই অপরাধের ৩৮ শতাংশ (৬৭,৯৯৪ টি ঘটনা) শিশুদের সঙ্গে যৌন অপরাধ এবং ৪৫ শতাংশ (৭৯৮৮৪ টি ঘটনা) শিশুদের অপহরণের ঘটনা। ২০২৩ সালে প্রতিদিন ১৮৬ টি শিশু যৌন অত্যাচারের শিকার হয়েছে।
- ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী সারা ভারতে নিখোঁজ শিশুর সংখ্যা ছিল ৪৭,৩১৩ এবং এই শিশুদের মধ্যে ৭১ শতাংশ ছিল মেয়ে। ২০২২ সালে সারা দেশে পাচার হওয়া শিশুর সংখ্যা ছিল ২৮১৮।
- ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে অনুযায়ী সারা ভারতে ২০১৯-২১ সালের মধ্যে বাল্য বিবাহের হার ছিল ২৩ শতাংশ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বাল্য বিবাহের হার ছিল ৪১ শতাংশ।
- ২০১১ সালের সেনসাসের তথ্য অনুযায়ী ভারতে ৫-১৪ বছর বয়সি ১ কোটির বেশি শিশু শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।
- ২০২২-২৩ এর ইউডাইস প্লাস -এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে ৬-১৭ বছর বয়সসীমার মধ্যে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল যা ঐ বয়সসীমার শিশুদের সংখ্যার ১৬.৮ শতাংশ।

ভারতীয় সংবিধান কিভাবে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে

ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ধারা গুলি শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে:-

- ধারা ১৫ (৩)- রাষ্ট্র শিশুদের এবং মহিলাদের জন্য বিশেষ আইন এবং ব্যবস্থা আলাদা করে তৈরি করতে পারবে।
- ধারা ২১ এ - রাষ্ট্র ৬-১৪ বছর বয়সসীমার সমস্ত শিশুদের জন্য বিনাবায়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করবে।
- ধারা ২৩ - ভারতে মানুষ পাচার এবং বলপূর্বক শ্রমে নিয়োগ নিষিদ্ধ।
- ধারা ২৪ - ১৪ বছরের কম বয়সি শিশুকে কোনো খনি, কারখানা বা বিপদজনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকারগুলি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক।

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি গুলির মধ্যে নিম্ন লিখিত ধারাগুলি শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে:-

- ধারা ৩৯ ই – কম বয়সি শিশুদের স্বাস্থ্য এবং শক্তির অপব্যবহার করা যাবে না এবং নাগরিকদের শুধুমাত্র আর্থিক অভাবের কারণে এমন কোনো কাজে নিযুক্ত করা যাবে না যা তাদের বয়স এবং সামর্থ্যের অনুপযুক্ত।
- ধারা ৩৯ এফ – শিশুদের সুস্বাস্থ্য, সম্মান এবং স্বাধীনতা নিয়ে বড় হবার সুযোগ এবং সুবিধা দেওয়া হবে, শৈশব এবং যৌবন শোষণ এবং অভাব (নৈতিক এবং বস্তুগত) থেকে সুরক্ষিত থাকবে

শিশু কাকে বলব ?

২০১৩ সালের শিশুদের জন্য ভারতের জাতীয় নীতি অনুযায়ী ভারতে ১৮ বছরের কম বয়সি যে কোন ব্যক্তিকে শিশু বলা হবে।

জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন ফর চিলড্রেন) অ্যাক্ট, ২০১৫ এবং প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট, ২০১২ অনুযায়ী ভারতে ১৮ বছরের কম বয়সি যে কোন ব্যক্তিকে শিশু বলা হবে।

সর্বোপরি রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সি যে কোন ব্যক্তিই শিশু।

যেহেতু ভারত রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার সনদ মেনে নিয়ে ঐ সনদে উল্লিখিত শিশুদের সকল অধিকার ভারতের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ তাই –

ভারতে ১৮ বছরের কম বয়সি সকলেই শিশু

শিশুদের অধিকার বলতে আমরা কি বুঝব?

নাম এবং পরিচয় নিয়ে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা, পরিবারের যত্ন এবং ভালোবাসা নিয়ে তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী শারিরীক, মানসিক, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক বিকাশের সুযোগ পাওয়া, স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করতে পারা এবং যে কোন শারিরীক মানসিক এবং যৌন শোষণ এবং অত্যাচার থেকে সুরক্ষিত থাকা এই সবই শিশুদের অধিকার।

রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং শিশুদের সুরক্ষার অধিকার

রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার সনদ হল শিশুদের অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। ভারত ১৯৯২ সালে এই সনদ স্বাক্ষর করার মধ্যেমে ভারতে সকল শিশুদের জন্য সকল অধিকার নিশ্চিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

এই সনদে শিশু কারা, তাদের সকল অধিকার এবং সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিশুদের সকল অধিকার একে অপরের সাথে সংযুক্ত, সকল অধিকার সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং শিশুদের কাছ থেকে সেগুলি কেড়ে নেওয়া যাবে না।

সকলেরই শিশুদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কে জানা উচিত কারণ শিশুদের তাদের অধিকার পেতে এবং সেগুলি ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রায়শই প্রাপ্তবয়স্কদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

রাষ্ট্রসংঘের শিশু-অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুদের সুরক্ষার অধিকার:-

- প্রতিটি শিশুর সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে।
- কোন শিশুকে যাতে দেশের বাইরে অপহরণ করে নিয়ে না যাওয়া হয় সেটা সরকার নিশ্চিত করবে।
- শিশুদের শারিরীক, মানসিক এবং যৌন হিংসা এবং অত্যাচার ও অবহেলা থেকে সুরক্ষার জন্য সরকার বিভিন্ন আইনি, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।
- পরিবারের এবং পিতা-মাতার যত্ন এবং সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশুদের জন্য সরকার বিশেষ সুরক্ষা, সহায়তা এবং বিকল্প যত্ন ও দেখাশোনার ব্যবস্থা করবে।
- অনাথ এবং পরিবারহীন শিশুদের আইন মোতাবেক এবং নিরাপদ দপ্তর নেওয়ার ব্যবস্থা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থকে মাথায় রেখে সরকার এবং রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
- রাষ্ট্র রিফিউজি শিশুদের সুরক্ষা এবং অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে।
- অর্থনৈতিক শোষণ থেকে সুরক্ষিত থাকা এবং শিশুর শিক্ষায় ও স্বাভাবিক বিকাশে বাধা হতে পারে অথবা তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে এমন কাজে যুক্ত না হওয়া শিশুর অধিকার।
- শিশুরা যাতে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং মাদক দ্রব্য পাচারের কাজে নিযুক্ত না হয় তার ব্যবস্থা সরকার করবে।
- শিশুরা যাতে যৌন শোষণ থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং যৌন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত না হয় তার ব্যবস্থা সরকার / রাষ্ট্র করবে।

- যদি কোনো শিশু কোন আইন ভঙ্গ করে বা কোন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে তাকে জেল বা মৃত্যুদণ্ডের মত শাস্তি থেকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা সরকার করবে।
- ১৫ বছরের কম বয়সি কোন শিশুকে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করা যাবে না।
- রাষ্ট্র বা সরকার শিশুদের দাঙ্গা, যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সুরক্ষিত রাখবে।
- অত্যাচার, অন্যায় এবং শোষণের শিকার শিশুদের শারিরীক এবং মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং সামাজিক পুনর্মিলনের জন্য রাষ্ট্র সবরকম ব্যবস্থা নেবে।
- শিশুদের অধিকারগুলি সকল শিশু সমান ভাবে পাবে। বাসস্থান, ভাষা, ধর্ম, চিন্তা-ভাবনা, চেহারা, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধকতা, পারিবারিক অবস্থান, পিতা-মাতা, পরিবারের আর্থিক অবস্থা, পরিবারের বিশ্বাস প্রভৃতি কোন কিছুই শিশুদের মধ্যে অধিকারের প্রশ্নে কোন বৈষম্য থাকবে না। কোন কারণেই কোন শিশুর সঙ্গে অন্যায় করা যাবে না।
- প্রাপ্তবয়স্করা যখন সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন তাদের চিন্তা করতে হবে যে তাদের সিদ্ধান্তগুলি শিশুদের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের উচিত যেকোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থ সবার আগে নিশ্চিত করা।
- দেশের প্রতিটি শিশু যাতে এই কনভেনশনের সমস্ত অধিকার ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ঐ দেশের সরকারকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

ভারতে শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা

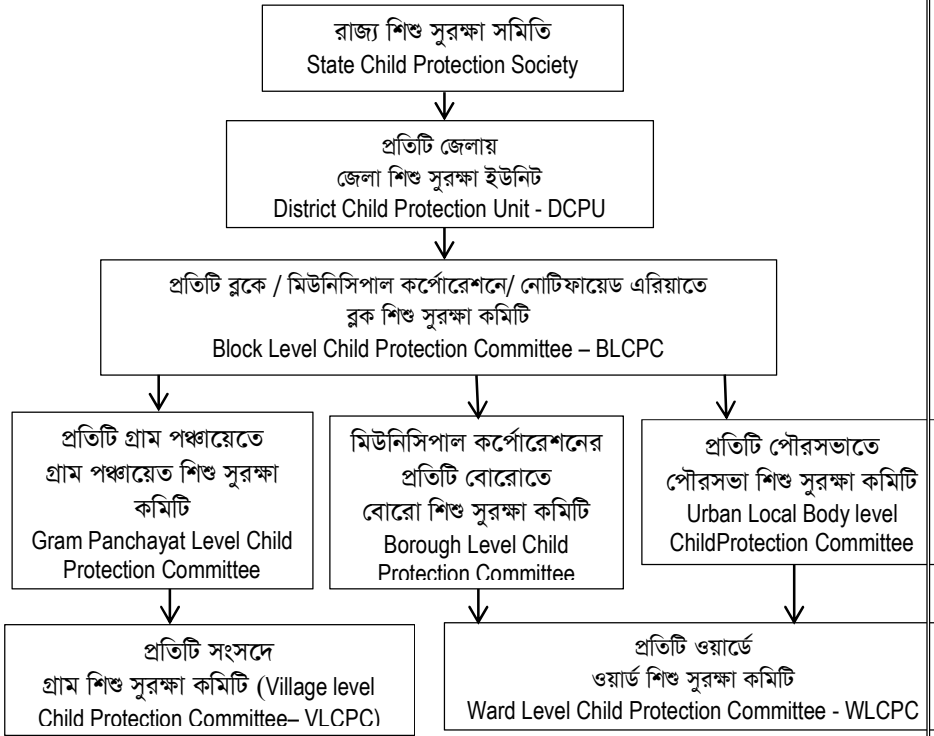
- ১৪ বছরের কম বয়সি শিশুদের কোনও কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। কিন্তু এই শিশুরা বিদ্যালয়ের সময়সীমা বাদে অথবা বিদ্যালয়ের ছুটির সময় পরিবারকে বিভিন্ন বিপদজনক নয় এমন কাজে সাহায্য করতে পারে এবং সার্কাস বাদে বিনোদন শিল্পে শর্ত সাপেক্ষে কাজ করতে পারে। ১৪ বছরের বেশি কিন্তু ১৮ বছরের কম বয়সি শিশুদের কোনো বিপদজনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। (চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডলসেন্ট লেবার (প্রহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ১৯৮৬)
- ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৪৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ছলনার মাধ্যমে বা ধোঁকা দিয়ে কোন ব্যক্তিকে এক জায়গা থেকে আনেক জায়গায় শোষণ বা কাজে নিযুক্ত করার জন্য নিয়ে যাওয়া কে পাচার আ ট্রাফিকিং বলা হবে। শিশুদের পাচার বা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৪৪ ধারা অনুযায়ী যৌন শোষণের জন্য শিশুদের পাচার শাস্তি যোগ্য অপরাধ।
- ১৮ বছরের কম বয়সি মেয়েদের এবং ২১ বছরের কম বয়সি ছেলেদের বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। এই বিবাহের উদ্যোক্তারা এবং বর অথবা কণের বয়স যদি যথাক্রমে ২১ এবং ১৮ বছরের বেশি হয় প্রত্যেকেই আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবেন। (চাইল্ড ম্যারেজ প্রহিবিশন অ্যাক্ট, ২০০৬)

- ১৮ বছরের কম বয়সি কোনও শিশুকে যদি দেখাশোনার জন্য কেউ না থাকে, শিশুটি যদি শারিরীক বা মানসিক অত্যাচারের শিকার হয়, শিশুটির যদি থাকার জায়গা না থাকে, শিশুটির যদি খাবার না জোটে, শিশুটি যদি অনাথ হয়, শিশুটি যদি কাজ করে, তবে সেই শিশুটিকে উদ্ধার করে তার সমস্ত রকম সুরক্ষা, আশ্রয়, লেখাপড়া, প্রভৃতির যাবতীয় দায়িত্ব সরকার নেবেন। স্থানীয় পুলিশ, চাইল্ড লাইন এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে এই দায়িত্ব নেওয়া হবে। (জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার এন্ড প্রোটেকশন ফর চিল্ড্রেন অ্যাক্ট ২০১৫)
- ১৮ বছরের কম বয়সি কোনও শিশু যদি কোনও আইন ভাঙ্গে, যদি কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তবে তাকে থানার হাজতে রাখা যাবে না, তার বিচার সাধারণ আদালতে হবে না এবং তাকে কোনও শাস্তি দেওয়া যাবে না। ঐ শিশুকে ধরার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে হাজির করতে হবে, এবং জুভেনাইল বোর্ড শিশুটির সংশোধন সুরক্ষা এবং উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। (জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার এন্ড প্রোটেকশন ফর চিল্ড্রেন অ্যাক্ট ২০১৫)

মিশন বাৎসল্য অনুযায়ী তৃণমূল স্তর থেকে রাজ্য স্তর অবধি শিশু সুরক্ষা সমিতি গঠন

১৯৯২ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের শিশুদের অধিকারের সনদে স্বাক্ষর করার পর বিগত বছরগুলিতে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারতে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। বেশ কিছু নতুন আইন এবং সরকারী নীতির হাত ধরে শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, শিশু-পাচার, শিশুদের উপর ঘটে চলা বিভিন্ন ধরনের (শারিরীক, মানসিক এবং যৌন) হেনস্থা এবং অত্যাচার বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ভারত সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক ২০০৯-১০ সালে ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কীমের সূচনা করেন যা পরবর্তীকালে ২০২১-২২ সালে 'মিশনবাৎসল্য' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কীম তথা মিশন বাৎসল্য প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূলস্তরে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার একটি অন্যতম কৌশল হল কমিউনিটির প্রতিনিধি এবং সরকারী আধিকারিকদের একসাথে নিয়ে গ্রাম/ওয়ার্ড স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে শিশু সুরক্ষা কমিটি তৈরি করা এবং কার্যকর করা।

রাজ্যে বিভিন্ন স্তরে শিশু সুরক্ষা কমিটি (Child Protection Committee – CPC) গুলি কিভাবে তৈরি হয়েছে তার একটি রূপরেখা নীচে দেওয়া হল।



গ্রাম স্তরের শিশু সুরক্ষা সমিতির (Village Level Child Protection Committee) গঠন

গ্রাম স্তরের শিশু সুরক্ষা সমিতি প্রতিটি গ্রাম সংসদে তৈরি হবে। এই সমিতির সদস্যদের তালিকা নিচে দেওয়া হল।

যারা সদস্য হবেন	সংখ্যা	সমিতিতে ভূমিকা
ঐ সংসদের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য	১	সভাপতি
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী	১	সদস্য আহ্বায়ক
আশা কর্মী	১	সদস্য
বিদ্যালয়ের শিক্ষক (এস আই – এর দ্বারা নির্বাচিত)	১	সদস্য
উপ সংঘের সদস্য (ডিরেক্টর এবং অন্য যেকোনো সদস্য)	২	সদস্য
অভিভাবক (স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বারা নির্বাচিত হলে ভাল হয়)	২	সদস্য
শিশু প্রতিনিধি (১২-১৮ বছর বয়সি) (বিদ্যালয় শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে পঞ্চায়েত নির্বাচন করবে)	৪ (২জন ছেলে এবং ২ জন মেয়ে) + ১ অন্যান্য	সদস্য

ওয়ার্ড (আর্বান বডি) স্তরের শিশু সুরক্ষা সমিতি পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে তৈরি হবে। এই সমিতির সদস্যদের তালিকা নিচে দেওয়া হল।

যারা সদস্য হবেন	সংখ্যা	সমিতিতে ভূমিকা
নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	১	সভাপতি
সিডিপিও/অ্যাসিস্ট্যান্ট সিডিপিও/সিনিয়র সুপারভাইসার (ডিপিও নির্বাচন করবে)	১	সদস্য আহ্বায়ক
জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতির প্রতিনিধি (DSWO নির্বাচন করবেন)	১	সদস্য
স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক / শিক্ষিকা (ডি আই – এর দ্বারা নির্বাচিত)	১	সদস্য
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী	ঐ ওয়ার্ডে কর্মরত সকল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী	সদস্য
স্থানীয় থানার শিশু কল্যাণ পুলিশ অফিসার (পুলিশ কমিশনার নির্বাচন করবেন)	১	সদস্য

যারা সদস্য হবেন	সংখ্যা	সমিতিতে ভূমিকা
ডালসা-র প্রতিনিধি	১	সদস্য
চাইল্ড লাইনের প্রতিনিধি	১	সদস্য
অভিভাবকদের প্রতিনিধি (এস এম সি সদস্য, যাকে সভাপতি নির্বাচন করবেন) – ওয়ার্ডে একাধিক বিদ্যালয় থাকলে বিভিন্ন অভিভাবক নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে সদস্য হিসাবে আসবেন।	১	সদস্য
স্বচ্ছাসেবী সংস্থা/এন জি ও প্রতিনিধি (সভাপতি নির্বাচন করবেন)	১	সদস্য
শিশু প্রতিনিধি (১২-১৮ বছর বয়সি) (শিশুদল থাকলে শিশুদলের নির্বাচিত প্রতিনিধি নাহলে প্রধান শিক্ষক নির্বাচন করবেন) ওয়ার্ডে একাধিক বিদ্যালয় থাকলে বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে শিশুরা নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে সদস্য হিসাবে আসবে।	৪ (২জন ছেলে এবং ২ জন মেয়ে) + ১ অন্যান্য	সদস্য
শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধি (ডেপুটি / অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার নির্বাচন করবেন)	১	সদস্য
সভাপতি দ্বারা নির্বাচিত বিশেষ সদস্য	১	সদস্য

গ্রাম এবং ওয়ার্ড স্তরের শিশু সুরক্ষা সমিতির কাজঃ-

- গ্রামের অথবা ওয়ার্ডের যে সব এলাকায় শিশুরা বিপন্ন বা বিপন্ন হতে পারে সেইসব এলাকার চিহ্নিতকরণ এবং এলাকার বিপন্ন শিশুদের চিহ্নিত করণ।
- নির্দিষ্ট ফরম্যাটে শিশু সুরক্ষার বিষয়ে গ্রাম বা ওয়ার্ডের চাহিদার বা প্রয়োজনের অ্যাসেসমেন্ট যা পরিকল্পনা রচনায় সহায়ক হবে।
- বিপন্ন শিশুদের তথ্য সংগ্রহ – স্কুলছুট শিশু, হারিয়ে যাওয়া শিশু, পাচার হয়ে যাওয়া শিশু, বিবাহের সম্ভাবনা আছে এমন শিশু, অনাথ শিশু, ইত্যাদি,
- শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে জন সচেতনতা এবং প্রচার।
- বিপন্ন শিশুদের উদ্ধার এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে পরিকল্পনা এবং বাজেট তৈরি।

শিশুদের সুরক্ষায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

অ-সুরক্ষিত শিশু বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে এমন শিশু কারা?

১৮ বছরের কম বয়সি সবাই শিশু।

অনাথ শিশু, বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা শিশু, গৃহহীন শিশু, হারিয়ে যাওয়া অথবা পাচার হয়ে যাওয়া শিশু, শারিরিক, মানসিক অথবা যৌন অত্যাচারের শিকার শিশু, ড্রাগ অথবা অন্য নেশায় আসক্ত শিশু, শিশু শ্রমিক, যেসব শিশুদের পিতা-মাতা বা অভিভাবক তাদের সঠিক ভাবে পালন করতে অসমর্থ, যেদসব শিশুদের কিছুদিনের মধ্যেইবিবাহের সম্ভাবনা আছে, এরা সকলেই আ-সুরক্ষিত অথবা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে।

যেসব শিশুরা তাদের নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে তাদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে পড়াশুনা করে এবং যারা সুখি এবং শিশুর প্রতি যত্নশীল পরিবারের সদস্য তাদের সুরক্ষিত থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

কোনও এলাকায় শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সমাজ কর্মীর সম্ভাব্য পদক্ষেপ

- অ-সুরক্ষিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা শিশুদের চিহ্নিত করা এবং তাদের অ-সুরক্ষিত থাকার কারণ সহ এসব শিশুদের একটি তালিকা তৈরি করা।
- এই তালিকা নিয়ে স্থানীয় শিশু সুরক্ষা সমিতি, মহিলা দল, শিশুদল এবং যুব দলের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিকারের উপায় ঠিক করা।
- গ্রাম/ওয়ার্ড শিশু সুরক্ষা সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে অ-সুরক্ষিত শিশুদের পরিবারের সঙ্গে আলচনা করে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।
- যেসব ক্ষেত্রে আইনের সাহায্য ছাড়া শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় সেই সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত জায়গায় শিশুদের সুরক্ষা এবং সুবিচারের জন্য স্থানীয় শিশু সুরক্ষা সমিতির সঙ্গে একযোগে অভিযোগ জানানো এবং কেস রেজিস্টার করা।
- স্থানীয় স্তরে শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় শিশু সুরক্ষা সমিতির সঙ্গে একযোগে প্রচার চালানো।

শিশুদের সুরক্ষার জন্য আইনি ব্যবস্থার সুযোগ কখন এবং কিভাবে নিতে হবে

যেসব শিশুদের যত্ন এবং সুরক্ষা প্রয়োজন

শিশু কে?

১৮ বছরের কম বয়সী যে কেউ শিশু।

অ-সুরক্ষিত বা অত্যাচারিত শিশু কারা? কোন শিশুদের যত্ন এবং সুরক্ষা প্রয়োজন?

- যে শিশুর নির্দিষ্ট কোনও বাসস্থান নেই
- কাজ করছে, ভিক্ষা করছে অথবা রাস্তায় থাকছে এমন শিশু
- বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া শিশু অথবা হারিয়ে যাওয়া শিশু
- যে শিশুর বাবা-মা তার যত্ন নিতে বা তাকে সুরক্ষা দিতে অপারগ
- যে শিশু অনাথ, বাবা-মা অথবা অভিভাবক দ্বারা পরিত্যক্ত শিশু
- যে শিশু এমন কোনও ব্যক্তির সঙ্গে বাস করে (হতে পারে সেই ব্যক্তি শিশুর আইনমারফিক অভিভাবক) যে শিশুটির ক্ষতি করতে পারে
- শারীরিক অথবা বা মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী শিশু যাকে দেখাশোনা করার জন্য কেউ নেই
- যে শিশু শারীরিক, মানসিক অথবা যৌন নির্যাতন/শোষণের শিকার হয়েছে বা ভবিষ্যতে হতে পারে
- যে শিশু পাচার হয়ে গিয়েছিল বা ভবিষ্যতে পাচার হয়ে যেতে পারে
- বিবেকহীন লাভের জন্য যে শিশুকে ড্রাগের অপব্যবহারে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে জড়িয়ে ফেলা হতে পারে
- যে শিশু সশস্ত্র সংঘাত, নাগরিক অশান্তি অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা আক্রান্ত অথবা তার শিকার
- বিবাহের বয়সে পৌঁছানোর আগেই যে শিশুর বিবাহের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে

জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন) আইন, ২০১৫ অনুযায়ী এই শিশুরা সকলেই চিত্রিত ইন নীড অফ কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন – এদের যত্ন এবং সুরক্ষা প্রয়োজন। এই শিশুদের উদ্ধার, পুনর্বাসন, দেখাশোনা, লেখাপড়া এবং সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্র এবং সরকারের।

এইরকম শিশু পাওয়া গেলে কি করতে হবে?

শিশুটির সম্পূর্ণ বিবরণ সহ নিম্নলিখিত জায়গায় শিশুটির যত্ন এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করতে হবে:

- ১) স্থানীয় থানা – জুভেনাইল পুলিশ অফিসার
- ২) ব্লক স্তরের শিশু সুরক্ষা সমিতি
- ৩) ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট
- ৪) জেলার শিশু কল্যাণ সমিতি বা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি

শিশুদের সুরক্ষার জন্য আইনি ব্যবস্থার সুযোগ কখন এবং কিভাবে নিতে হবে

শিশুরা যদি আইন ভাঙে...

যে শিশুরা বেআইনি কাজ করেছে বা আইন ভেঙেছে তাদের বিচার এবং শাস্তি কি প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের মতই হবে?

- না। শিশুরা আইন ভাঙলে স্থানীয় থানার জুভেনাইল পুলিশ অফিসার তাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জেলার জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের কাছে হাজির করবেন।
- শিশুদের কোনোভাবেই হ্যান্ড-কাফ লাগানো যাবে না, থানার লক-আপে অথবা জেলে রাখা যাবে না।
- পুলিশ শিশুটিকে হেফাজতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির বাবা-মা অথবা অভিভাবক কে খবর দেবেন।
- শিশুটিকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষ হোম-এ কিছুদিন রাখা যাবে, শিশুটির কাউনসেলিং, চিকিৎসা, পুনর্বাসন, পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়া সবই, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী হবে।

এই রকম শিশু পাওয়া গেলে কি করতে হবে?

- শিশুটিকে স্থানীয় থানার জুভেনাইল পুলিশ অফিসারের হেফাজতে দিতে হবে।
- পুলিশ শিশুটির দায়িত্ব নেওয়া পর্যন্ত তাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।
- শিশুটির পরিচয় গোপন রাখতে হবে।

জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন) আইন, ২০১৫ অনুযায়ী এই শিশুদের পুনর্বাসন, দেখাশোনা, লেখাপড়া এবং সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্র এবং সরকারের।

শিশুদের সুরক্ষার জন্য আইনি ব্যবস্থার সুযোগ কখন এবং কিভাবে নিতে হবে

শিশু শ্রমিক

শিশু শ্রমিক কারা? কোন শিশুদের কোন কাজ করা আইনত নিষিদ্ধ?

১৪ বছরের কম বয়সী শিশু

- ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কোনও কাজেই নিযুক্ত করা যাবে না।
- এই শিশুরা স্কুলের সময় বাদ দিয়ে এবং স্কুলের ছুটির সময়, পারিবারিক ব্যবসাতে সে সব কাজ বিপদজনক নয় সেই সব কাজে পরিবার কে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু শিশুরা বড়দের পরিবর্ত হিসাবে কাজ করতে পারবে না।
- পরিবার মানে হল বাবা-মা, নিজের ভাই-বোন এবং বাবা/মার নিজের ভাই-বোন।
- ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুরা শিল্পী হিসাবে বিনোদন শিল্পে কাজ করতে পারবে এবং খেলোয়াড় হিসাবে সার্কাস ছাড়া বাকি খেলাধুলায় অংশ নিতে পারবে।

১৪-১৮ বছর বয়সী শিশু

- ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুরা আইন-নির্দিষ্ট কিছু বিপদজনক পেশায় কাজ করতে পারবে না।
- বাকি পেশায় তাদের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন মেনে নিয়োগ করতে হবে।

শিশুশ্রমের বিষয়ে উপরে উল্লিখিত নিয়ম-কানুন এবং নিষেধাজ্ঞা চাইল্ড এন্ড অ্যাডলোসেন্ট লেবার (প্রহিষন এন্ড রেস্ট্রিকশন) অ্যাক্ট, ১৯৮৬ –এ নির্দিষ্ট করা আছে। আইনের নিষেধ না মেনে শিশু শ্রমিক নিয়োগ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

শিশু শ্রমিক যদি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে কি করতে হবে?

শিশু শ্রমিক খুঁজে পেলে তার পরিবার, নিয়োগকর্তা এবং স্কুলের সঙ্গে কথা বলে এবং আলোচনা করে তাকে শ্রম থেকে মুক্ত করে স্কুলে ভর্তি করার চেষ্টা করতে হবে।

আলোচনায় সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে শিশু শ্রমিকের সম্পর্কে বিবরণ সহ নিম্নলিখিত স্থানে অভিযোগ জানাতে হবে:

- ১) স্থানীয় থানা – জুভেনাইল পুলিশ অফিসার
- ২) ব্লক স্তরের শিশু সুরক্ষা সমিতি
- ৩) স্পেশাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট
- ৪) ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার
- ৫) ডিস্ট্রিক্ট টার্ক ফোর্স ফর চাইল্ড লেবার
- ৬) ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট
- ৭) পেন্সিল পোর্টাল – অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে

শিশুদের সুরক্ষার জন্য আইনি ব্যবস্থার সুযোগ কখন এবং কিভাবে নিতে হবে

হারিয়ে যাওয়া এবং পাচার হয়ে যাওয়া শিশু

হারিয়ে যাওয়া শিশু কাদের বলব?

যে শিশু নিজের ইচ্ছায় বা দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে তার পরিবারের থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

যে শিশু কে কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে বা অপহরণ করে পরিবারের থেকে আলাদা করে নিয়ে গেছে।

পাচার হয়ে যাওয়া শিশু কারা?

যে শিশু কে ভুলিয়ে-ভালিয়ে, ধোঁকা দিয়ে, জোর করে, অর্থের বিনিময়ে অথবা লোভ দেখিয়ে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের দিয়ে অবৈধ কাজ করানো হচ্ছে, দাসত্ব করানো হচ্ছে, যৌন ব্যবসা করানো হচ্ছে, বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে অথবা নানাভাবে তাদের শোষণ করা হচ্ছে।

এই ক্ষেত্রে শিশুটি নিজের ইচ্ছায় পরিবার ছেড়ে চলে গেলেও বা নিজের ইচ্ছায় এসব কাজ করতে রাজি হলেও সেটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না। তাতে পাচারকারীদের অপরাধ কম হবে না।

হারিয়ে যাওয়া এবং পাচার হয়ে যাওয়া শিশুদের মধ্যে তফাৎ কি?

হারিয়ে যাওয়া শিশুর পাচার হয়ে যাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা আছে। তাই মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী হারিয়ে যাওয়া শিশু অভিযোগ এফ আই আর হিসাবে রেজিস্টার করতে বলা হয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া এবং পাচার হয়ে যাওয়া শিশুদের খবর পেলে কি করতে হবে?

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া/পাচার হয়ে যাওয়া শিশুটির ছবি এবং বিবরণ সহ নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ জানাতে হবে। দেখতে হবে পুলিশ যেন অভিযোগটিকে এফ আই আর হিসাবে রেজিস্টার করে।

শিশুটির বাবা-মা এবং আইনি অভিভাবক ছাড়াও যেকোনো ব্যক্তি খবরটি জানেন এবং শিশুটি সম্পর্কে চিন্তিত থানায় অভিযোগ জানাতে পারেন।

স্থানীয় থানার সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট, অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট – এ অভিযোগ জানানো যেতে পারে।

শিশুদের সুরক্ষার জন্য আইনি ব্যবস্থার সুযোগ কখন এবং কিভাবে নিতে হবে

যে শিশু বাল্যবিবাহের শিকার

বাল্য বিবাহ কাকে বলা হবে? কত বয়স হলে বিবাহ করা যাবে?

১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের অথবা ২১ বছরের কম বয়সী ছেলের বিবাহ হলে তাকে বাল্য বিবাহ বলা হবে।

প্রহিষন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট, ২০০৬ অনুযায়ী ভারতে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ।

বাল্য বিবাহ দেওয়া, বাল্যবিবাহে সাহায্য করা অথবা বাল্যবিবাহ সমর্থন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এমনকি কোন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা বা পুরুষের যথাক্রমে ২১ বছরের কম বয়সী ছেলে বা ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েকে বিবাহ করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ভারতে বিবাহের আইন সন্মত বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর বা তার বেশী এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর বা তার বেশী।

বাল্য বিবাহ হচ্ছে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই খবর পেলে বাল্য বিবাহ বন্ধ করার জন্য কাকে অভিযোগ জানাতে হবে? কে অভিযোগ জানাতে পারে?

বাল্যবিবাহের খবর পেলে সেটা বন্ধ করার জন্য সে কেউ অভিযোগ বা আবেদন জানাতে পারেন।

অভিযোগ জানাতে হবে স্থানীয় থানায় (জুভেনাইল পুলিশ অফিসার অথবা যে কোন অফিসারের কাছে), জেলা স্তরে অবশ্যই চাইল্ড ম্যারেজ প্রহিষন অফিসারের কাছে এবং ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসারের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে।

কিন্তু অভিযোগ জানানোর আগে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য অবশ্যই বাল্য বিবাহের উদ্যোক্তা – শিশুটির অভিভাবক এবং পরিবারের সঙ্গে কথা বলে, তাদের বুঝিয়ে বাল্য বিবাহ বন্ধ করার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

কোনোভাবেই যদি বাল্য বিবাহ বন্ধ না করা যায় তাহলে নির্দিষ্ট জায়গায় অভিযোগ দায়ের করে আইনি পদক্ষেপ নিতেই হবে।

শিশুদের সুরক্ষার জন্য আইনি ব্যবস্থার সুযোগ কখন এবং কিভাবে নিতে হবে

যে শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার

শিশু কে?

১৮ বছরের কম বয়সী যে কেউ শিশু।

কোন শিশুকে যৌন নির্যাতনের শিকার বলা যাবে?

যে শিশুর সঙ্গে যৌন কার্যকলাপ করা হয়েছে যারা সেই কার্য কলাপের মর্ম বোঝার মত মানসিক ভাবে পরিণত হয়নি, যে শিশুকে যৌন কার্যকলাপে বা যৌন মিলনে ভুল বুঝিয়ে অথবা জোর করে বাধ্য করা হয়েছে, যৌন নির্যাতন বা যৌন কার্যকলাপ শুধু শিশুটির সঙ্গে যৌন মিলন নয়, শিশুটির যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা বা শিশুটিকে দিয়ে অপরের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করানো, যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করা বা করানো, শিশুকে পর্নোগ্রাফি দেখানো বা পর্নোগ্রাফিতে অংশগ্রহণ করানো, এসবই শিশুদের যৌন নির্যাতন করার মধ্যেই পরে।

শিশুর সঙ্গে যৌন মিলন বা যৌন কার্যকলাপে শিশুর সন্মতি থাকলেও এই কাজ অপরাধ।

শিশুর উপর যৌন নির্যাতন বা শিশুর সঙ্গে যৌন কার্যকলাপ কি শাস্তিযোগ্য অপরাধ?

প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট ২০১২ অনুযায়ী শিশুর উপর যৌন নির্যাতন বা শিশুর সঙ্গে যৌন কার্যকলাপ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

শিশুর উপর যৌন নির্যাতনের খবর পেলে কোথায় কিভাবে অভিযোগ করতে হবে?

শিশুর উপর যৌন নির্যাতন বা শিশুর সঙ্গে যৌন কার্যকলাপের ঘটনার খবর পেলে পুলিশের কাছে খবর জানানো বা অভিযোগ দায়ের করা বাধ্যতামূলক। এই ঘটনার খবর জানা থাকলে পুলিশে না জানানো বা রিপোর্ট নয়া করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অভিযোগ করতে হবে নিম্নলিখিত জায়গায়:

১) স্থানীয় থানা

২) স্পেশাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট

প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট ২০১২ অনুযায়ী শিশুর উপর যৌন নির্যাতন বা শিশুর সঙ্গে যৌন কার্যকলাপের ঘটনার রিপোর্টিং, অনুসন্ধান, বিচার প্রক্রিয়া ইত্যাদি শিশু বান্ধব পরিবেশে শিশুর স্বার্থের কথা সবার আগে রেখে করতে হবে।